



175216 - যবে ব্যক্তিত্ব ধরৈয় হারিয়ে যনো করতচে চায়

প্রশ্ন

আমি যনো করতচে চাই! আমি আর নিজেকে সামলাতচে পারছি না। দশ বছর যাবৎ ধরৈয় ধরচে আছি। আলহামদু ললিলাহ আমি নামায পড়ি, রোজা রাখি। কনিত্তু যখনই আমি কোন ময়েকে বয়িরে প্রস্তুতব দই বয়িচে ভঙেগে যায়। আমি যনো করতচে চাই! আমি যনো করতচে চাই! আমি দোয়া করি; কনিত্তু দুআ কবুল হয় না। আমি কি করব? আমি আর পারছি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

আপনি আমাদরে সাথে যমেন স্পষ্টবাদী হয়ছেন আমরাও আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব। আপনি কি আমাদরে কাছে এজন্য মহেল করছেন যচে, আমরা আপনাকে যনো করার অনুমতি দবি?! আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার জন্য কাউকে অনুমতি দয়ার অধিকার তচে আমাদরে নই। নাকি আপনি চাচ্ছেন যচে, আমরা আপনাকে ব্যভচার বধে বলে ফতয়ো দবি?! কোন মুসলমানরে পক্ষে এ ফতয়ো দয়ো সম্ভব নয়। যনো কবরি গুনাহ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতই যনোর শাস্তি বত্রেঘাত ও পাথর নকিষেপে হত্যা নরিধারণ করছেন এবং এ গুনাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বশে কিছু বধান আরোপ করছেন। যমেন- যনোকারী তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বয়িচে করতচে দয়ো হবচে না। এ গুনার কারণে আখরোতে যন্ত্রণাদায়ক কঠনি শাস্তরি হুমকি দয়িছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সচে শাস্তরি কিছু বরণনা উল্লেখ করছেন: আল্লাহ তাআলা জাহান্নামরে একটি চুল্লতিচে ব্যভচারী নর-নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রতি করবনে। সখোনে জাহান্নামরে আগুন তাদরেকে পোড়ানচে হবচে। তাদরে বকিট শব্দ শুনা যাবে। অতএব, যচে ব্যক্তিত্ব যনো করতচে চায় আমাদরে কাছে তার জন্য অনুমতি নই। আমাদরে কাছে যনো বধে মর্মে কোন ফতয়ো নই।

দুই:

আগই বলেছি আমরা আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব, আপনি যমেন আমাদরে সাথে স্পষ্টবাদী হয়ছেন। ধরুন, আপনি যচে কঠনি ও কষ্টকর পরিস্থিতিরি মধ্যচে আছেন -আল্লাহ না করুন- আপনার বনে বা মা যদি সচে অবস্থার মধ্যচে পড়ে এবং আপনি যা করতচে চাচ্ছেন তারাও তা করতচে চায় তখন তাদরে এই চাওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কি হবচে?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দয়ার প্রয়োজন নই। আমরা শুধু এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতচে চাচ্ছি- আপনি যা করতচে



চাচ্ছনে সটো কত বড় জঘন্য।

আচ্ছা এ প্রসঙ্গ বাদ দনি; অন্য প্রসঙ্গে আসুন। এ বর্শিবে এমন কত যুবক আছে যারা যনো করতে চাচ্ছ। হতে পারে তাদের অনেকে – আপনার মত- সম্ভ্রান্ত। হতে পারে সেও এমন কঠনি ও কষ্টকর অবস্থা সহিতে পারছে না। সেও যনো করতে চাচ্ছ। এবং সে যে মহলিার সাথে যনো করতে চাচ্ছ – আল্লাহ না করুন- সে আপনার বোন অথবা আপনার মা। আপনি তখন কি বলবেন?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দয়োর প্রয়োজন নহে। জনে রাখুন, আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা আপনার বোন ও মায়েরে জন্যেও যনো করার অনুমতি দিলাম। আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা মানুষকে আপনার বোন ও মায়েরে সাথে যনো করার অনুমতি দিলাম। ইসলামের মত পবিত্র শরিয়তে যা হওয়া অসম্ভব। আপনার বোন ও মায়েরে ইজ্জত ইসলামী শরিয়তের মাধ্যমে সুরক্ষিত। আল্লাহ প্রদত্ত বধিবিধানের মাধ্যমে সংরক্ষিত। যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে সে দুনিয়া ও আখরোতে এর সাজা পাবে। আপনি দখেলনে তো ইসলামী শরিয়া কভিবে আপনার পরবারেরে ইজ্জত-আব্রুর হফোয়ত নশ্চিত করছে। সুতরাং আপনি কভিবে প্রত্যাশা করনে যে, আমরা আপনাকে অন্য নারীদেরে ইজ্জত কলঙ্কিত করার অনুমতি দিবি এবং বলব, ঠিকি আছে যনো করুন; অসুবধি নহেই!! আমরা আপনার সামনে যে উদাহরণটি তুলে ধরলাম সটো সর্বশ্রেষ্ট মানুষ, সর্বোত্তম ব্যক্তি, যনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জাননে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করছেন। যখন এক যুবক এসে তাঁর কাছে যনো করার অনুমতি চাইল তখন তিনি তাকে বললনে, তুমি কি তোমেরা মায়েরে জন্য এটা পছন্দ করবে? তুমি সটো তোমের বোনেরে জন্য পছন্দ করবে? আমরা আশা করব, আপনি সচতেনভাবে অনুধাবন করবেন যে, আমরা যে উদাহরণটি পশে করছি এর মাধ্যমে শুধু আপনি যা করতে চাচ্ছনে সে বিষয়টির কদর্যতা তুলে ধরা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিলি না। কারণ ইচ্ছা হলই মানুষেরে ইজ্জত হরণ করা বধে নয়। বরং তা পবিত্র শরিয়তের মাধ্যমে সংরক্ষিত। পূর্বোক্ত হাদিসটির পরপূর্ণ ভাষ্য ও এ হাদিস বিষয়ক আরো কিছু সুন্দর কথা 52467 নং প্রশ্নেরে উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি: প্রিয় ভাই, আপনি কি ভাবছেন যনো করার মাধ্যমে যটন উপভোগ করে আপনি প্রশান্তি পাবনে – আল্লাহ আপনাকে এ গুনাহ দূরে রাখুন ও পবিত্র রাখুন?! যদি আপনি এমনটি ভবে থাকনে তাহলে মহা ভুলেরে মধ্যে আছেন। বরং যনোতে লিপ্ত হওয়া মান দেহে, মন ও দ্বীনদারের উপর অতি তর্কিত কিছু পরণামেরে দুয়ার খোলা। যনো হচ্ছ- দ্বীনদারের হ্রাস, তাকওয়ার বলিপ্তি, ব্যক্তিত্বেরে বচিযুতি, আত্মসম্মানেরে সখলন, খয়োনত, লজ্জাশীলতার হ্রাস, আল্লাহর নজরদারের অনুভূতহীনতা, হারামেরে ব্যাপারে বপেরোয়া ইত্যাদি মন্দরে মূল। যনো অবধারতি করে দেয়: আল্লাহর অসন্তুষ্টি, চেহোরায় কালি পড়া ও নশ্প্রভ হওয়া, অন্তর মরে যাওয়া ও নূর চলে যাওয়া, হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। আমরা 20983 নং প্রশ্নেরে জবাবে এ পরণামগুলো পরপূর্ণভাবে তুলে ধরছি। সে উত্তরটি পড়তে পারনে। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এর ‘রওদাতুল মুহবিবীন’ কভিবে থেকে আমরা এ বিষয়গুলো উদ্ধৃত করছি।

চার:



প্রিয় ভাই, আসুন আপনাকে জিজ্ঞাসে করি- আপনি নামায রোজা কবে করেন? যদি তা এ কারণে করে থাকেন- এটাই আপনার প্রতিধারণা- য়ে, আল্লাহ আপনার উপর নামায পড়া ও রোজা রাখা ফরজ করছেন এবং এ দুটো বর্জন করা হারাম করছেন। তাহলে আমরা আপনাকে বলব, অনুরূপভাবে আল্লাহ আপনার উপর আপনার যোনোঙ্গ হফেযত করাকে ফরজ করছেন এবং যনো করা হারাম করছেন। আমরা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহে করিনি য়ে, আপনি বিশ্বাস করেন- আল্লাহ আপনাকে নামায আদায়কালে দেখতে পাচ্ছেন। এ কারণে আপনি প্রশান্তচিত্তে বনিম্বরভাবে নামায আদায় করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়েভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সয়েবে নামায পড়নে। ঠকি তমেনি আপনি যখন যনো করবনে তখনও তয়ে আল্লাহ আপনাকে দেখবনে! য়েহেতু আপনার ঈমান আপনাকে দিয়ে সুন্দরভাবে নামায আদায় করায় তাই আমাদরে ধারণা আপনার সয়ে ঈমান আপনাকে যনো থেকেও বরিত রাখবে। কারণ আমরা আপনার প্রতিভাল ধারণা পয়েষণ করি। আমরা মনে করি, আপনি জাননে য়ে, এটি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা নয়; অথচ আল্লাহ আপনাকে ইসলামরে নয়োমত দান করছেন। আপনাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দিয়েছেন। এ মহান নয়োমতগুলয়ের শুরুরিয়া এভাবে করতে হয় না।

পাঁচ:

আপনার হয়তো স্মরণে নেই য়ে, আপনি য়ে কঠনি ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যয়ে আছেন যদি এতে সবর করেন তাহলে আপনি সওয়াব পাবনে। মুমনিরো তয়ে মুসবিতরে সময় ধরৈয ধারণ করে থাকে এবং আনন্দরে সময় আল্লাহর শুরুরিয়া আদায় করে থাকে। মুমনি ছাড়া অন্য কয়ে এটা করে না। মুসবিতয়ে ধরৈয রাখতে, আনন্দকালে শুরুরিয়া আদায় করে। য়েদেনি আপনি আপনার রবরে সাথে সাক্ষাৎ করবনে সয়েদেনি আপনি আপনার আমলনামায় এর সর্বোত্তম পুরস্কার পাবনে, ইনশাআল্লাহ। আপনি 71236 নং প্রশ্ননোত্তরটি পড়তে পারনে। সয়েখনে বপিদ মুসবিতয়ে মুমনিরে অবস্থান তুলে ধরা হয়ছে।

ছয়:

আপনার হয়তো স্মরণে নেই য়ে, আপনার দুআ বফিলে যায়নি। আপনি য়ে তাগদি দিয়ে বলছেন আপনার দুআ কবুল হয়নি এটা আপনার ভুল। দুআ কবুলরে তনিটি অবস্থা হতে পারে। এক, আপনি য়া চয়েছেন সাথে সাথে আল্লাহ সয়ে দয়ে দয়ে। দুই, দুআ অনুপাতে আপনার বালো-মুসবিত দূর করে দয়ে। তনি, আপনাকে আখরোতে সওয়াব দয়ে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতরে দনি আপনি তা দেখবনে। কনিতু আপনি ভবেছেন দুআ কবুল হওয়া মানে- আপনি য়া তলব করছেন শুধু সয়ে দয়ে দয়ে। তাই আপনি বলছেন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেননি। নঃসন্দহে এটি আপনার ভুল ধারণা। বান্দা কর্তৃক আল্লাহর কাছে দুআ করাটা একটি মহান ইবাদত। দুআর মাধ্যমে বান্দা স্রষ্টির কাছে তার দীনতা, হীনতা তুলে ধরে। শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে বান্দাকে দুআ থেকে বম্মিখ রাখতে। তাই সয়ে বান্দার অন্তরে অবলিম্ববে তার মাকছাদ পূরণ হওয়ার বাসনা ঢুকিয়ে দয়ে। ফলে সয়ে বরিক্ত হয়ে দুআ ছড়ে দয়ে।

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন: জনকৈ আলমে বলেন: বান্দা তখন দুআর প্রতিদিন অবলিম্ববে পতে চায় যখন দুআর উদ্দেশ্য



হয়: প্রার্থনার মাকছাদ অর্জন। ফলে মাকছাদ অর্জতি না হলে দুআ চালিয়ে যাওয়াটা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে বান্দার দুআ করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: আল্লাহকে ডাকা, তার কাছে চাওয়া, সর্বদা নিজেরে দৈন্যতা প্রকাশ করা, কখনো দাসত্বেরে বৈশিষ্ট্য ও আলামত পরিত্যাগ না করা, আদর্শে ও নবিধেরে অনুগত থাকা।[শারহ সহি মুসলিম (১০/১০০)]

দুআ কবুলেরে শর্তগুলো জানতে 13506 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার প্রতিনিধকতাগুলো জানতে 5113 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ করার আদব বা শিষ্টাচারগুলো জানতে 36902 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার সময় ও স্থানগুলো জানতে 22438 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

সাত:

এই বসিতারতি আলোচনার পর আমরা যেনে আপনাকে বলতে শুনছি, “আমি যেনো করতে চাই না”। আমরা আপনার ব্যাপারে এই ধারণাই পোষণ করি। প্রকৃতপক্ষে যেনো করার অনুমতির জন্য আপনি আমাদের কাছে ইমহেল করেননি। অথবা আমরা আপনাকে যেনো করা জায়যে ফতোয়া দবি সতে উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি পাঠাননি। যহেতে আপনি জানেনে য়ে, সইে অধিকার আমাদের নইে। যদি আপনি যেনো করতেই চাইতেনে তাহলে আমাদেরকে ইমহেল না করইে যেনো করে ফলেতেনে। কারণ আমরা তে আর আপনাকে পর্যবকেষণে রাখতে পারছি না বা আপনি আমাদের কর্তৃত্বাধীনও নন য়ে, আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নবিনে। কনিতু আমরা নশিচতি য়ে, আপনি য়ে মুসবিতরে মধ্যে আছেন আপনি আপনার ভাইদরে কাছে সতে ব্যাপারে অভিযোগ করতে চয়েছেন এবং আপনি চয়েছেন আপনার ভাইয়রো যেনে আপনাকে এমন কিছু নসীহত, দকিনরিদেশনা ও উপদশে দয়ে য়াতে আপনি যেনো না করেনে। আমরা সতে দায়তিব নয়িে আপনার পাশে দাঁড়ালাম। দরৌতে বয়িরে য়ে পরীক্ষার মধ্যে আপনি আছেন এ অবস্থায় আমরা আপনাকে ধরৈয় রাখার উপদশে দচ্ছি। এ দীর্ঘ বছর ধরে দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান হফোযত করতে পারায় আমরা আপনাকে শুভচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা বশি্বাস করি আপনি যদি আপনার রবরে সাহায্য চান তাহলে আপনি এর চয়েে কঠনি পরিস্থিতিতেও আপনার দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারবেনে।

আমরা আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নরািশ না হওয়ার উপদশে দচ্ছি এবং সৎ পাত্রী খুঁজে পতে আরে জেরে প্রচেষ্টা চালাবার পরামর্শ দচ্ছি। নকে আমলেরে মাধ্যমে আপনার রবরে সাথে সম্পর্ক ঘনষিঠ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেনে ঈমানকে আপনার কাছে প্রয়ি করে দনে, সুশোভতি করে দনে। কুফর, পাপ, অবাধ্যতাকে আপনার কাছে নিন্দনীয় করে দনে। আপনাকে সুপথপ্রাপ্তদেরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি। আমরা আশা করব আপনি 20161 নং প্রশ্নোত্তরদ্বয়ও পড়বেনে।



আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।